শ্রীশ্রীজয়ন্তী গ্রন্থমালা—৯

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীগুরুস্বরূপ

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস

শ্রীশ্রীজয়ন্তী গ্রন্থমালা—৯

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীগুরুস্বরূপ

[শ্রীগুরুদেব ও তৎপদাশ্রয়-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত বিশেষতঃ
শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামিবর্গ ও আচার্যগণের মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত
সম্পুটিত সুবিস্তৃত গ্রন্থ]

'গৌড়ীয়দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য', 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', 'গৌড়ীয়ার তিনঠাকুর',
'শ্রীক্ষেত্র', 'শ্রীচৈতন্যদেব', 'শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা', 'শ্রীচৈতন্য-
চন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়', 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা',
'পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইত্যাদি শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা
এবং 'শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্',
'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
ও শ্রীশ্রীপ্রার্থনা' ইত্যাদি প্রাচীন-মহাজন-
গ্রন্থের টীকাকার ও সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারি-সেবাসমর্পিতপ্রাণ
নিত্যধামগত
শ্রীমৎসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৭৮
১৪ই ভাদ্র, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ ;
৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ।

প্রকাশয়িত্রী
শ্রীকরুণা দাস
'শ্রীপাট-পরাগ'
১৬৮/২, সাউথ সিঁথি রোড,
কলিকাতা-৫০

গ্রন্থ-প্রকাশয়িত্রী-কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান
(১) শ্রীবিনোদানন্দ দাস
'শ্রীপাট-পরাগ'
১৬৮/২, সাউথ সিঁথি রোড,
কলিকাতা-৫০

(২) মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী (কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট),
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৬।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

আনুকূল্য—চার টাকা

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

প্রকাশয়িত্রীর নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারি-সেবা-সমর্পিতপ্রাণ নিত্যধামগত শ্রীমৎসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের রচিত 'বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীগুরুস্বরূপ' গ্রন্থ শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালার নবম মালিকারূপে তাঁহার প্রীত্যর্থে গুরু-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ সজ্জনগণের করকমলে অর্পিত হইলেন। বহু শাস্ত্র মন্থন এবং সিদ্ধমহাত্মা ও সিদ্ধান্তবিদ্ ভাগবতগণের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহার সুপরিপক্ক সাধনা ও অনুভবের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থরত্ন তিনি ভগবদ্ভক্তিকামী এবং সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণের মার্গপ্রদর্শক প্রদীপরূপে প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারা উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আগামী পঞ্চশততম মহাজয়ন্তী উৎসবের আরাত্রিকের উপকরণ-স্বরূপে তৎসেবাগতৈকপ্রাণ শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালার উদ্বোধন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ইচ্ছা হইলে ইহার অন্যান্য গ্রন্থ, যাঁহার পাণ্ডুলিপি তিনি গত ২।৩ বৎসরে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এই গ্রন্থাদি-প্রকাশন-দ্বারা প্রাপ্ত যাবতীয় আনুকূল্য একমাত্র ভক্তিগ্রন্থ প্রচারেই ব্যয়িত হইবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশনে ভাগবতবর শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনারায়ণ শর্মাচৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভূঞা, শ্রীকানাইলাল অধিকারী, শ্রীফকিরমোহন দাস, শ্রীমন্মথমোহন রায় প্রমুখ মহানুভবগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ও বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

বাসন্তী আর্ট প্রেসের সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নাথ মহাশয় এই গ্রন্থ মুদ্রণে সর্বতোভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

প্রমাণ-পঞ্জী

(যে সকল আকর-গ্রন্থ প্রমাণ ও উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যে
সকল পুস্তকাদি হইতে অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে
তাহাদের অসম্পূর্ণ তালিকা)।

অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে দীক্ষাতত্ত্ব—(শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত) শ্রীশ্যামাকান্ত
ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ-সং, কলিকাতা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ—(শ্রীল
কবিকর্ণপূর-গোস্বামি-বিচরিত) (১) মুম্বই নির্ণয় সাগর সং, (২) শ্রীমৎ পুরীদাস
সং ১৯৫২ খৃঃ। উজ্জলনীলমণি—(শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদ-কৃত) (১) বহরমপুর
সং ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, (২) মুম্বই নির্ণয়সাগর সং, (৩) শ্রীমৎ পুরীদাস সং
১৯৪৬ খৃঃ। উপদেশামৃত (শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিত); কঠোপনিষৎ ;
কর্ণানন্দ ; কৃষ্ণকর্ণামৃত—(শ্রীলীলাশুক-বিরচিত) ডাঃ এস, কে, দে সম্পাদিত,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ খৃঃ ; কৃষ্ণভজনামৃত—শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর
বিরচিত, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৪২ খৃঃ। কৃষ্ণসন্দর্ভ
—শ্রীমৎ পুরীদাস সম্পাদিত ১৯৫১ খৃঃ ; ক্রমদীপিকা—শ্রীকেশবাচার্য বিরচিত,
(১) চৌখাম্বা-সংস্কৃত গ্রন্থমালা, কাশী, (২) রামচন্দ্র কাক্ সম্পাদিত জম্মু ও
কাশ্মীর সরকার প্রকাশিত শ্রীনগর, ১৯২৯ খৃঃ, (৩) ১৫৪০ শকে লিখিত এসিয়াটিক
সোসাইটী প্রাচ্য পুস্তকালয়স্থ ১০৭৭৭ সংখ্যক পুঁথি ; ক্রম-সন্দর্ভ—শ্রীজীব
গোস্বামিপাদ বিরচিত, শ্রীমৎ পুরীদাস সং ১৯৫২ খৃঃ ; গীতা ; গোপাল চম্পূ ;
গোপাল সহস্রনাম ; গুরুচরণস্মরণাষ্টকম্ ; গুর্বষ্টক—শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-
পাদ বিরচিত ; গৌতমীয় তন্ত্র ; চৈতন্যচরিতামৃত ; চৈতন্যভাগবত ; চৈতন্য-
চরিত মহাকাব্য ; চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ; চৈতন্যমঙ্গল ; ছান্দোগ্যোপনিষৎ—
শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ সং, কলিকাতা ১৯২৫ খৃঃ ; (মধ্বভাষ্য) তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকা ;
তন্ত্রসার ; দানকেলিকৌমুদী ; দিগদর্শিনী টীকা ; দুর্গম সঙ্গমনী ; নারদ পঞ্চরাত্র ;

নিতাই সুন্দর পত্রিকা ; নির্বানাষ্টক—(শ্রীশঙ্করাচার্য কৃত) ; পদকল্পতরু ; পদামৃত সমুদ্র ; পদ্মপুরাণ ; পূর্ব মীমাংসা সূত্র ; প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ; প্রীতি সন্দর্ভ ; প্রেম বিলাস ; বচন ভূষণ ; বশিষ্ট সংহিতা ; বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ; বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্র ; বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী ; বৃহদ্ ভাগবতামৃত ; বৈষ্ণব বন্দনা ; ব্রহ্ম সংহিতা ; ভক্তি সন্দর্ভ ; ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ; ভাবার্থ দীপিকা ; মনঃ-শিক্ষা ; মনুস্মৃতি ; স্মরণ পদ্ধতি ; মাধব মহোৎসব ; মাধুর্য কাদম্বিনী ; মুক্তাচরিত ; মুণ্ডকোপনিষৎ ; রঘুনাথভট্ট-গোস্বাম্যষ্টকম্ ; রসিক মঙ্গল ; রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা ; রাধাতন্ত্র ; রাধাকৃষ্ণার্চন দীপিকা ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ; সৎক্রিয়াসার দীপিকা ; সংস্কার দীপিকা ; সংক্ষেপ বৈষ্ণব তোষণী ; সাধনামৃত চন্দ্রিকা ; সাধন দীপিকা ; সারার্থ দর্শিনী ; সাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণ ; সিদ্ধ জীবন ; হরিভক্তি তত্ত্বসার ; হরিভক্তি বিলাস।

...

সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরিচয়

অ = অন্ত্য, অনু = অনুচ্ছেদ, আ = আদি, উনী = শ্রীউজ্জলনীলমণি, কঠ = কঠোপনিষৎ, চৈচ = শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, চৈ চন্দ্রোদয় নাটক = শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, চৈ ভা – শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ছান্দোগ্য = ছান্দোগ্যোপনিষৎ, দা কে কৌ = শ্রীদানকেলি কৌমুদী, প = পরিচ্ছেদ, বৃ ভা = বৃহদ্ ভাগবতামৃত, বৃ বৈ তো = বৃহদ্ বৈষ্ণব-তোষণী, ব্র সং = ব্রহ্মসংহিতা, ভ র সি = শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভ স = শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ভা = শ্রীমদ্ভাগবত, ভা তা = ভাগবত তাৎপর্য—শ্রীমধ্বাচার্যকৃত, ম = মধ্য, মুণ্ডক = মুণ্ডকোপনিষৎ, মঃ মঃ = মহামহোপাধ্যায়, শ্বেতাশ্ব = শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, সং তো, সং বৈ তো বা সংতোষণী = সংক্ষেপ বৈষ্ণব তোষণী, সং ভা = সংক্ষেপ ভাগবতামৃত ; হ ভ বি = শ্রীহরিভক্তি বিলাস ।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

সূচী

প্রসঙ্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শ্রীগুরুদেব বিষয়ে শাস্ত্রবাণী	॥/০
	„ „ মহাজনবাণী	॥৵০
	শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকম্	॥৶০—৸/০
	মঙ্গলাচরণ	১—৫
প্রথম	**শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের অপরিহার্যতা** ...	৫—২০
	রুচি ও বিচার প্রধান পথ ...	৮
	শ্রীগুরূপসত্তির কারণ	৮
	শ্রবণগুরু ও তাঁহার লক্ষণ	১২
	শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি ও শ্রীগুরুসেবার আবশ্যকতা	১৬
	শ্রুতিগণও শ্রীগুরূপসত্তি বিষয়ে মুখর ...	১৯
দ্বিতীয়	**শ্রীমন্ত্রগুরু ও দীক্ষা**	২১—৭৩
	শ্রীমন্ত্রগুরুর আবশ্যকতা	২১
	একজনই শ্রীমন্ত্রগুরু	২১
	শ্রীমন্ত্রদীক্ষার আবশ্যকতা	২২
	দীক্ষা	২৩
	শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত	২৪
	শ্রীচক্রবর্তিপাদের সিদ্ধান্ত	২৮
	অর্চনের আবশ্যকতা	২৯
	অর্চনের অধিষ্ঠান	৩০
	দ্বিবিধ শ্রীমূর্তি	৩১
	শ্রীশালগ্রামার্চনে অধিকার	৩২

প্রসঙ্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শ্রীমন্ত্রদীক্ষাগুরু স্বয়ং নিত্য অর্চন পরায়ণ ...	৩৬
	দীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীশালগ্রামার্চন ...	৩৭
	দীক্ষা বিধানে দ্বিজত্ব বা বিপ্রত্ব ...	৩৯
	সৎসম্প্রদায় সূচক তিলক	৭৩
তৃতীয়	**শ্রীগুরুদেবের সাধারণ লক্ষণ**	৭৪—৮৪
চতুর্থ	**গুরু ও শিষ্যের যোগ্যতা**	৮৫—৯৭
পঞ্চম	**গুরু ও শিষ্য পরীক্ষণ**	৯৮—১১০
ষষ্ঠ	**ব্যবহারিক গুরু, কুলগুরু ও আম্নায় সিদ্ধগুরু**	১১১—১৪৪
সপ্তম	**সমষ্টি ও ব্যষ্টি গুরু**	১৪৫—১৭৪
	স্বয়ং ভগবানই সমষ্টিগুরু	১৪৫
	ব্যষ্টিগুরু বা ভক্তশ্রেষ্ঠ মহান্তগুরু ...	১৪৮
	শিষ্যের নিকট ব্যষ্টি গুরুদেব শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ হইয়াও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস ...	১৫০
	মহান্ত গুরুগ্রহণ অনিবার্য	১৫৪
	নির্বিশেষবাদীর ব্যষ্টিগুরুর স্বরূপ বিচার ...	১৬৩
	'শ্রীগুরুদেব প্রতি জন্মেই গুরু' বাক্যের তাৎপর্য	১৬৭
	নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদ ও ব্যষ্টি গুরুদেব ...	১৬৮
অষ্টম	**শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠরূপেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীগুরুর অভেদ**	১৭৫-১৮৮
নবম	**গুর্বপরাধ**	১৮৯—২০৮
দশম	**গুরু ত্যাগ**	২০৯—২৩৪
একাদশ	**দীক্ষিত শিষ্যের কর্তব্য**	২৩৫—২৪২
দ্বাদশ	**শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ও সঙ্গ** ...	২৪৩—২৫৬

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের" বিরাট অভিনব সটীক
সানুবাদ সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

বহুশাস্ত্রীয় গ্রন্থপ্রণেতা বৈষ্ণবদার্শনিক ভাগবতপ্রবর পণ্ডিত

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়

সম্পাদিত

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের প্রাচীন পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের পাঠান্তর, বৈষ্ণব মহাজন কৃত অপ্রকাশিত প্রাচীন টীকা, সরল বঙ্গানুবাদ, গ্রন্থকারের জীবনী, বিবিধ সূচী, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত প্রাচীন সংস্কৃত পদ্যানুবাদের সর্বপ্রথম প্রকাশন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত অভূতপূর্ব রাজ সংস্করণ। এই সংস্করণে বহু পাঠান্তর, এই প্রাচীন টীকা ও সংস্কৃত পদ্যানুবাদের সাহায্যে মূলের যথাযথ সঠিক পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে। যাহা অদ্যাবধি কোন সংস্করণে প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য এই সংস্করণ সকল বৈষ্ণব, দার্শনিক, সাহিত্যিক, গবেষক ও ছাত্রগণের অবশ্য পাঠ্য। সীমিত সংখ্যায় ছাপা চলিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান—

"শ্রীপাট-পরাগ"

১৬৮/২, সাউথ সিঁথি রোড্,

কলিকাতা-৫০

শ্রীগুরুদেব-বিষয়ে শাস্ত্রবাণী

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।'

—মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২

'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ।'

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১৪।২

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।২৩

'আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।'

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২৭

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং,
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং,
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।১৭

'শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে, গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥'

—শ্রীলরঘুনাথদাসগোস্বামিপাদ-কৃতা মনঃশিক্ষা ২

'গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।১।৪৫

মহাজন বাণী

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে শ্রবণকীর্তনাদি জল॥

* * *

প্রেমফল পাকি পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥"

শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোকত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ১॥

সংসাররূপ দাবানলের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে দহ্যমান জীবগণের পরিত্রাণের জন্য যিনি শ্রীনবঘনশ্যামের বিগলিত করুণাধারার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা কৃপাবারিরূপে বর্ষিত হইতেছেন, সেই কল্যাণগুণ-সাগর শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমল বন্দনা করি।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সংকীর্তন-নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিরূপ চন্দ্রিকা-দ্বারা যাঁহার চিত্ত অনুক্ষণ উদ্বেলিত এবং প্রীতিরসের উদয়হেতু যাঁহার হৃদয়-সমুদ্র অশ্রুকম্পপুলকাদি ভাবতরঙ্গযুক্ত; সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানাশৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥৩॥

যিনি স্বয়ং শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, প্রত্যহ বিবিধ বেশরচনা ও শ্রীমন্দিরমার্জনাদি সেবায় নিরত থাকেন এবং ভক্তগণকেও নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণপদ্ম বন্দনা করি।

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীহরির ভক্তবৃন্দকে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চারি-প্রকার সুমধুর শ্রীভগবৎপ্রসাদান্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াই স্বয়ং সর্বদা তৃপ্তি অনুভব করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-মাধুর্যলীলা-গুণ-রূপ নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপার মধুরিমাযুক্ত শ্রীনাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহের নিরন্তর আস্বাদনে লালসাযুক্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

নিকুঞ্জ-যূনো রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতি-দাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

নিকুঞ্জবিলাসী ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের রতিবিলাসসিদ্ধির নিমিত্ত সখী-গণকর্তৃক যে সকল কৌশল অবলম্বনীয় তদ্বিষয়ে অতিনৈপুণ্যহেতু যিনি তাঁহাদের অত্যন্ত প্রীতিভাজন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমল বন্দনা করি।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যতে এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

যিনি সমস্ত শাস্ত্রকর্তৃক সাক্ষাৎ শ্রীহরিরূপে বর্ণিত এবং সজ্জনগণ-কর্তৃক সেইভাবে ধ্যাত হন, পরন্তু যিনি স্বরূপতঃ শ্রীহরির প্রিয়তম-রূপেই তদভিন্ন (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, অনুচ্ছেদ ২১৩)—সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

যাহার কৃপা হইতেই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা হয়, আবার যাঁহার অপ্রসন্নতা ঘটিলে কোথাও সদ্‌গতি লাভ হয় না, সেই শ্রীগুরুদেবের যশঃসমুদ্রের ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান ও স্তুতি করিতে করিতে তদীয় শ্রীচরণ-কমল বন্দনা করি।

শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মে মুহূর্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎসেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥ ৯ ॥

যিনি ব্রাহ্ম-মুহূর্তে (সূর্যোদয়ের পূর্বে) এই শ্রীগুরুদেবাষ্টক বিশেষ যত্নসহকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি প্রাকৃতদেহাবসানের পর সিদ্ধদেহে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সাক্ষাৎসেবা অবশ্য লাভ করেন।

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিতে স্তবামৃতলহর্যাং
শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

নিত্যধামগত গ্রন্থকার শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের স্বহস্তলিখিত
'বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শ্রীগুরুস্বরূপ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একাংশ
(১১৩—১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৪। শ্রীভাগবত ১০।৮০।৩২-৩৩

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা—৯

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীগুরুস্বরূপ

মঙ্গলাচরণ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১

অজ্ঞানরূপ 'তিমিরে' (চক্ষুরোগ-বিশেষে), অথবা দৃষ্টিশক্তির বাধক অবিদ্যা-রূপ অন্ধকারে (ভুক্তি-মুক্তি-কামনা এবং কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভাশুভ কর্মে), দৃষ্টিশক্তিরহিত জনকে যিনি সর্বজ্ঞানের সারস্বরূপ 'কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান' রূপ অঞ্জন (মধুর ও স্নেহদ্রব্যদ্বারা নির্মিত এবং মধুদ্বারা উত্তমরূপে পেষিত মুক্তাদি-মহাঞ্জন) 'দৃষ্টি-প্রসাদিনী শলাকা' দ্বারা প্রয়োগ করিয়া অথবা প্রকাশক-দীপ-শলাকা দ্বারা চক্ষুকে প্রস্ফুটিত ও দৃষ্টিশক্তিকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি।

নিরস্য সর্বসন্দেহমেকীকৃত্য সুদর্শনম্।
প্রকাশিত-রহস্যং তং ভজামি গুরুমীশ্বরম্॥ ২

১ শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্র ৭ম অধ্যায়; ২ ভাবার্থদীপিকা (শ্রীধরস্বামিপাদ) ১১।২২ উপসংহার।

যিনি সমস্ত সংশয়রাশিকে নিরসনপূর্বক স্বদর্শনকে একত্র সমাবিষ্ট করিয়া আমার নিকট রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরস্বরূপ গুরুদেবকে ভজনা করি।

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবর-রসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ৩

আশ্রয়মাত্র অভীষ্টপূরক চিন্তামণিস্বরূপ শ্রীমৎসোমগিরি নামক **শ্রীমন্ত্রগুরুদেবে** প্রণত হইতেছি [অথবা, তিনি সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান এবং **বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু** (পরমার্থ-পথপ্রদর্শক) চিন্তামণি-নাম্নী বেশ্যাকে প্রণাম করিতেছি]; যাঁহার শ্রীচরণকল্পতরু-পল্লবের অগ্রভাগে সর্বোৎকর্ষময়ী পরম-শোভাশালিনী শ্রীরাধা—অথবা সৌন্দর্য-পাতিব্রত্য-সৌভাগ্য-বৈদগ্ধ্যাদি গুণে যাঁহার নিকট লক্ষ্মী-পার্বতী-অরুন্ধতী-সত্যভামাদিও পরাজিতা, সেই মূর্তিমতী জয়া ও লক্ষ্মীর অংশিনী মূলশ্রী শ্রীরাধা—লীলাবশে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া লজ্জা-ধর্ম-স্বজন-আর্য-পথাদি বিসর্জন করিয়া আত্মসমর্পণপূর্বক তজ্জনিত শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করেন, সেই **শ্রীশিক্ষাগুরু** শিখিপুচ্ছচূড় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রণত হই (অথবা তিনি সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান)।

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥ ৪

অহো! যাঁহার সুবিশাল কৃপা-কল্পতরুর আশ্রয়ে এই জগতে নামশ্রেষ্ঠ

৩ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—প্রথম শ্লোক; ৪ শ্রীমুক্তাচরিত (শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপাদ) মঙ্গলাচরণ—৪র্থ শ্লোক।

(সর্বভগবন্নামের কারণ বা অংশী) 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র তথা শ্রীগোপালমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন, তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন এবং শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগিরিরাজ শ্রীগোবর্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীরাধা-মাধবচরণ-সেবার আশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি।

অহমতিশয়তপ্তো যঃ কৃপাপূরিত-গ্লৌ-
রহমতিমতিশীতঃ পাপ্মনাং পাবকো যঃ।
অহমসমতমস্বান্ বেদধামা স্বয়ং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৫

আমি ভব-মহাদাবানলে অতিশয় তপ্ত, আর যিনি কৃপাপূর্ণ সুধাংশু; আমি মহাশীতল (জড়, অলস), আর যিনি পাপরাশির (বহির্মুখ জড়তার) পক্ষে পাবক (অগ্নিসদৃশ); আমি মহা অজ্ঞান, আর যিনি মূর্তিমান্ বেদস্বরূপ (ভগবদ্‌জ্ঞানের আকর), সেই পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদেবকে (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে, শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদকে) নিত্য সেবা করি।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ৬

আমি শ্রীদীক্ষাগুরুর শ্রীচরণকমল বন্দনা করি; শ্রীশিক্ষাগুরুবর্গকে (বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু, শ্রবণগুরু, ভজনশিক্ষাগুরুগণকে) ও বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করি; অগ্রজ শ্রীসনাতনপাদের সহিত, সগণ শ্রীরঘুনাথভট্টও শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদের সহিত এবং শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের সহিত শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদের বন্দনা করি;

৫ শ্রীমাধবমহোৎসব (শ্রীজীবগোস্বামিপাদ) ৭ম উল্লাস, উপসংহার শ্লোক; ৬ চৈ চ ৩।২।১, ৩।৩।১

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের সহিত ও পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি এবং পরিকরগণের সহিত শ্রীশ্রীললিতা-বিশাখাদি-সখীসমন্বিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকে বন্দনা করি।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল-ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'নে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদি করি মহাশক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥[৭]

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।

৭ শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় শ্রীগুরুবন্দনা।

ধ্যায়ং স্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥[৮]

যাঁহার প্রসন্নতায় শ্রীভগবানের প্রসন্নতা হয়, আর যিনি অপ্রসন্ন হইলে কোথায়ও গতি নাই, সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহের ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান ও স্তব করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

প্রথম প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের অপরিহার্যতা

নিত্য-বদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্বকে ভুলিয়া এই সংসারে জন্ম-মরণ-মালার মধ্যে অসংখ্য প্রকার ত্রিতাপ ভোগ করিতেছে। এই অনাদি ভগবদ্-বিমুখতাই বদ্ধজীবের মূল ব্যাধি। যিনি পরতত্ত্বে নিত্য-উন্মুখ, তিনিই সদ্বৈদ্য বা গুরুদেব। সেইরূপ উন্মুখের কৃপা ব্যতীত বিমুখজীব কখনও উন্মুখ হইতে পারে না। এক বিমুখ অন্য বিমুখকে কিছুতেই উন্মুখ করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন,—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'[৯] —বিমুখতার মোহ হইতে উঠ, জাগ, মহদ্‌গণের পদাশ্রয় করিয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হও। 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ'[১০]—আচার্যের পদাশ্রিত ব্যক্তিই পরতত্ত্বকে জানিতে পারেন।

অনাদি-বহির্মুখ জীবের সংসার-ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই ভববন্ধনক্ষয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহার সুকৃতি ও ঐকান্তিকতানুসারে তদনুরূপ মহৎ

৮ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদকৃত শ্রীগুর্বষ্টক ৮ম শ্লোক; ৯ কঠ ১।৩।১৪; ১০ ছান্দোগ্য ৬।১৪।২

বা গুরুদেবের দর্শন-লাভ ঘটে এবং যেরূপ মহতের সঙ্গলাভ হয়, তদনুরূপই সাম্মুখ্য হইয়া থাকে। শ্রীমুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥'[১১]

হে অচ্যুত! সংসারে ভ্রমণশীল জীবের যখনই সংসারদুঃখনাশের সময় উপস্থিত হয়, তখনই সাধুসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখনই সৎসঙ্গম হয়, তখনই সাধুদিগের একমাত্র গতি ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্যন্ত সকলের প্রভু তোমাতে রতির (ভক্তির) আবির্ভাব হয়।

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ। নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥ সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥ কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি **সাধু-বৈদ্য** পায়॥ তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥'[১২]

সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত দুরিতবদ্ধ জীবের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণকৃপা তদীয় নিজ-জন মহৎকে বাহন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকৃপা আদি হইলেও জীবের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত হয় না। শ্রীভগবৎ-প্রিয়জনের কৃপাই সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত হয়।*

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত ঈশবিমুখ জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জাত ভয় [**দ্বিতীয়** (দেহ-ইন্দ্রিয়াদি উপাধিভূত বস্তুতে) **অভিনিবেশ** (আসক্তি) হইতে উৎপন্ন **ভয়** বা সংসৃতি] বিদূরিত হইতে পারে না এবং শ্রীভগবানের স্বরূপ-স্ফূর্ত্তিও সম্ভব হয় না। পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবেরই ভয় উৎপন্ন (সংসারদশা লাভ) হয়। ঈশ্বরের মায়ার দ্বারাই ভয় বা সংসারের উদয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মায়াধীশ পরমেশ্বরেরই সম্যক্ ভজনা করিবেন।

১১ ভা ১০।৫১।৫৩; ১২ চৈ চ ২।২২।১২-১৫ ; * শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৮০ অনুচ্ছেদ

এখানে প্রশ্ন এই যে—ভয় ত' দেহাদিতে অভিনিবেশ হইতে হয়, আবার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিজ-স্বরূপ-জ্ঞানের বিস্মৃতি হওয়ায় উপস্থিত হয়, এই স্থানে মায়ার কর্তৃত্ব কি আছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঈশ-বিমুখ জীবের প্রতিই (ঈশোন্মুখের প্রতি নহে) মায়া বিক্রম প্রকাশ করিয়া স্বরূপ আবরণ করিয়াছে এবং তাহা হইতে বিপর্যয়-বুদ্ধির ('আমি দেহ'—এইরূপ বুদ্ধির) উদয় হইয়াছে। অতএব যখন ঈশ্বরের মায়ার দ্বারা স্বরূপ-আবরণ-জন্যই জীবের ভয়াদি উপস্থিত হইয়াছে, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই ঈশ্বরকেই ভজন করিবেন, একমাত্র তাঁহারই কৃপায় মায়া বিদূরিত হইতে পারে। যুক্তিবাদী বলিতে পারেন, মায়াই যখন আক্রমণ করিয়াছে, তখন জীবের মায়াকেই প্রসন্ন করা কর্তব্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—লৌকিকী মায়াতেও দেখা যায়, মায়াবীর শরণাগত না হইলে মায়ার রহস্য ভেদ করা যায় না; যেমন ইন্দ্রজালের রহস্য ভেদ করিতে হইলে ঐন্দ্র-জালিকেরই শরণ গ্রহণ করিতে হয়, ইন্দ্রজালের নহে। এজন্যই শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমার এই মায়া দৈবী, গুণময়ী ও দুরত্যয়া। একমাত্র যাঁহারা আমারই শরণাগত (**মামেব** যে প্রপদ্যন্তে) হয়েন, তাঁহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।[১৩]

যুক্তিবাদী পুনরায় বলিতে পারেন, মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবার কথা না বলিয়া নিজেরই (শ্রীভগবানেরই) শরণাপন্ন হইবার কথাই বলিয়াছেন, তদ্রূপ মায়াকৃত ভয় বা সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য কেবল শ্রীভগবানে শরণাগতিই ত' যথেষ্ট হইতে পারে, শ্রীগুরুদেবে উপসত্তির আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—শ্রীগুরুদেব শ্রীহরিদেবেরই স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত, মায়ার ন্যায় বহিরঙ্গা শক্তি (আবরণী শক্তি) নহেন। স্বরূপশক্তিকে লইয়াই শ্রীহরিদেবের নিত্য-বিলাস ('যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ')। স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত ভগবত্তার

১৩ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১ অনুচ্ছেদধৃত ১১।২।৩৭ শ্লোকের শ্রীভাবার্থদীপিকা (শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা)

অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব 'শ্রীভগবান্' বলিতে স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত পরতত্ত্ব। এজন্যই 'শ্রীগুরুদেবতাত্মা' শব্দের প্রয়োগ। শ্রীগুরুদেবই 'দেবতা' (নিয়ামক বা প্রভু) এবং 'আত্মা' (প্রেষ্ঠ)—এইরূপ দৃষ্টিযুক্ত হইয়া অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা শ্রীহরিদেবকে ভজনা করিবে। প্রিয়ত্ব-অনুভবেই স্মৃতির উদয় হয়। অতএব 'অস্মৃতি' (শ্রীভগবানের স্বরূপের অস্ফূর্তি) এবং তাহা হইতে যে বিপর্যয়-বুদ্ধি তাহা অচিরেই দূর হয়। * এজন্যই শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥[১৪]

রুচি ও বিচার-প্রধান পথ

পরতত্ত্বে সাম্মুখ্য লাভের (উন্মুখ হইবার) দুই প্রকার পথ—(১) বিচার-প্রধান ও (২) রুচি-প্রধান। এই উভয় পথেই শ্রীগুরুদেবের শরণ গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। প্রীতি-লক্ষণা ভক্তির অভিলাষিগণ রুচিপ্রধান-মার্গে আকৃষ্ট হয়েন। আর অজাতরুচি ব্যক্তিগণ বিচার-প্রধান মার্গ আশ্রয় করেন। রুচির উদয়াভাসে অকৈতব অনবচ্ছিন্ন আন্তরিক দৈন্য বা স্বীয় অযোগ্যতার অনুভূতি প্রকাশিত হয়।

শ্রীগুরুপসত্তির কারণ

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেন,—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজন-সঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ **সদ্‌গুরুং** ভজেৎ॥[১৫]

১৪ চৈ চ ২।২২।২৪-২৫; ১৫ হ ভ বি ১।২৮

* শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ও শ্রীজীবপাদের টীকার তাৎপর্য—শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণদেবের কৃপায় তাঁহার ভক্তজনের সঙ্গ হইতে মুক্তি প্রভৃতি পুরুষার্থ হইতেও ভক্তির অধিক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই ভক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছায় সদ্‌গুরুর ভজন করিবে।

অত্রানুভূয়তে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্র চ।
দুঃসহা শ্রূয়তে শাস্ত্রাত্তিতীর্ষেদপি তাং সুধীঃ॥[১৬]

বিষয়সুখাসক্ত ব্যক্তিগণের ত' সেইরূপ জ্ঞান অত্যন্ত দুর্ঘট, তাহাদের ভক্তির ইচ্ছা হইবে কেন? কথা সত্য বটে, কিন্তু দুঃখ কেহই (বিষয়ীও) চাহে না, দুঃখ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায়ও যদি কেহ ভক্তি অভিলাষ করে, তাহার পক্ষেও সদ্‌গুরুর আশ্রয়ের অপেক্ষা আছে, এই উদ্দেশ্যেই বলিতেছেন—এই পৃথিবীতে দুঃখ-সমূহ নিত্যই অনুভব করিতে হইতেছে, মৃত্যুর পরও লোকান্তরে গিয়া বিষয়াবিষ্ট-জীবের দুঃসহ দুঃখ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়—ইহা শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিতে পারা যায়। অতএব সাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্ততঃ সেই দুঃখ-শ্রেণী হইতেও উদ্ধারের অভিলাষ করা কর্তব্য। ঐরূপ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যও যাহাদের চিন্তার অভাব আছে, তাহারা পশুর ন্যায় নির্বুদ্ধি অথবা দুঃখ-পরম্পরা সহ্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায় ব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় কুবুদ্ধিই জানিতে হইবে। এত ক্লেশ পাইয়াও তাহারা ক্লেশের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে থাকে এবং সুখমরীচিকার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া কেবল দুঃখ-পরম্পরাই লাভ করে! এজন্য শ্রীদত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥[১৭]

পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ-বৃক্ষাদি বহু বহু জন্মের পর এই পৃথিবীতে অনিত্য হইলেও পুরুষার্থ-সাধক সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হইয়া যে পর্যন্ত নিরন্তর মরণশীল (অথবা মৃত্যুবৎ মহাদুঃখ-বহুল) মানবদেহের পতন না ঘটে, সে পর্যন্ত

১৬ হ ভ বি ১।২৯; ১৭ ভা ১১।৯।২৯

বিবেকী পুরুষ অবিলম্বে পরম মঙ্গল লাভের জন্য প্রযত্ন করিবেন। রূপরসাদি ভোগ্য-বিষয়সমূহ কুক্কুর-শূকরাদি যে কোন জন্মেও পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ লাভ অন্য দেহে সম্ভবপর নহে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং, প্লবং সুকল্পং **গুরুকর্ণধারম্**।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং, পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥[১৮]

এই মনুষ্যদেহ সমস্ত-বাঞ্ছিত ফলের মূল, কোটি-কোটি-চেষ্টা এবং যত্নের দ্বারাও এই মনুষ্যদেহ লাভ করা যায় না—এজন্য ইহা দুর্লভ; অথচ কোনও অজ্ঞাত ভাগ্যফলে ইহা লাভ হইয়াছে, তাই ইহা দুর্লভ হইলেও সুলভ। এই মানব-দেহ জন্ম-মরণ-মালারূপ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সুদৃঢ় নৌকা-স্বরূপ। গুরুদেবকে কর্ণধার (নিয়ামক) করিয়া তাঁহার দ্বারা চালিত এবং আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই মানব-দেহরূপ নৌকার সাহায্যে যে ব্যক্তি ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ না হয়, সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—ঈশবিমুখ জীবের প্রতিই মায়া বিক্রম প্রকাশ করিয়া জীবের স্বরূপ (নিত্যভগবদ্দাস-স্বরূপ) আবরণ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই জীবের উপাধিভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান হেতু দুই প্রকার ভয়ের [(১) বিপর্যয় অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি এবং (২) স্মৃতিভ্রংশ অর্থাৎ 'আমি কে? আমার প্রকৃত কর্তব্য কি?' ইত্যাদি অনুসন্ধান-রাহিত্য] বা সংসারের উদয় হইয়াছে। এই যে মায়াকৃত সংসার তাহা বিবেকী ব্যক্তিই শ্রীগুরুচরণপ্রসাদলব্ধ অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তির দ্বারা উত্তীর্ণ হয়েন। এই সিদ্ধান্ত শ্রীনিমি-মহারাজ শ্রীনবযোগেন্দ্রের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াও পুনরায় সেই সভায় উপস্থিত বিদ্বন্মন্য কর্মিগণের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—

১৮ ভা ১১।২০।১৭

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃস্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্॥[১৯]

হে মহর্ষে! অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের দুরতিক্রমণীয়া এই ঐশ্বরী মায়াকে স্থূল শরীরে অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট অথবা স্থূল অর্থাৎ অশ্বমেধাদি কর্মকাণ্ডে আসক্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কিরূপে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা কৃপাপূর্বক বলুন। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিয়াছিলেন,—

কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥
নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥
এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্মনির্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়-ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্॥[২০]

মনুষ্য দুঃখের প্রতীকার ও সুখপ্রাপ্তির জন্য সকলে সম্মিলিত হইয়া কর্মব্যাপার-সমূহে প্রবৃত্ত হইলেও উহাদের ফলবিপর্যয় ঘটিয়া থাকে, ইহা বিবেকের সহিত দর্শন করিতে হইবে। নিরন্তর দুঃখপ্রদ, অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ, নিজ মৃত্যুজনক এই বিত্ত দ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে সকল অনিত্যবস্তু সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা মানবগণের কি সুখ হইতে পারে? খণ্ডরাজ্যাধিপতিগণের মধ্যে যেমন তুল্য সম্পৎশালীর প্রতি স্পর্ধা, অতিশয় সম্পৎশালীর প্রতি অসূয়া ও সম্পৎনাশে শোকাদি-দুঃখ বর্তমান রহিয়াছে, সেইরূপ কর্মার্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় কর্মার্জিত পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ্যবস্তুকেও নশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব পরমেশ্বরে ভক্তিই সংসার-তারণী, ইহা জানিবার জন্য **শ্রবণ-গুরুদেবের** আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯ ভা ১১।৩।১৭; ২০ ঐ ১১।৩।১৮-২০

শ্রবণ-গুরু ও তাঁহার লক্ষণ

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥[২১]

অতএব স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ও কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণের পক্ষেও কর্মার্জিত ভোগ্যবস্তু সমূহের ঐরূপ অবস্থা বিচার করিয়া একমাত্র ভক্তিই সংসার-তারণী ও পরম-পুরুষার্থদায়িনী ইহা জানিয়া উত্তম কল্যাণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বেদে ও বেদতাৎপর্যজ্ঞাপক শাস্ত্রে ও পরমব্রহ্মতত্ত্বে নিপুণ অপরোক্ষানুভবী ক্রোধলোভাদির অবশীভূত শ্রীগুরুদেবে শরণাগত হইতে হইবে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের টীকা—'শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্, অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগ্যত্বাৎ ; পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্, অন্যথা বোধসঞ্চারাযোগাৎ। পর-ব্রহ্ম-নিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ—উপশমাশ্রয়ং পরমশান্তমিতি, যদ্বা পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে শমো মোক্ষস্তদুপরি বর্ততে ইত্যুপশমো ভক্তিযোগস্তদাশ্রয়ং, সদা শ্রবণ-কীর্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণব-বরম্ ইত্যর্থঃ।'[২২]

শ্রীগুরুদেবের লক্ষণে যে তাঁহাকে শব্দব্রহ্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য—তিনি বেদাখ্য ব্রহ্মে ন্যায়তঃ নিষ্ণাত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ। তিনি তত্ত্বজ্ঞ না হইলে শিষ্যের সংশয় নিরসন করিতে পারিবেন না। আর যে বলা হইয়াছে, গুরুদেব পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হইবেন, উহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অপরোক্ষানুভূতিতে নিরন্তর অবস্থিত। যদি তিনি অপরোক্ষানুভবী না হয়েন, তাহা হইলে শিষ্যের মধ্যেও ভগবদনুভবের সঞ্চার করিতে পারিবেন না। তাঁহার পরব্রহ্মে নিরন্তর অবস্থানের প্রমাণ এই যে তিনি পরম-শান্ত। অথবা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে শম (মোক্ষ) তাহারও উপরে বর্ত্তমান যে উপশম (ভক্তিযোগ) তাহাকে তিনি

২১ ভা ১১।৩।২১ ; ২২ দিগ্‌দর্শিণী টীকা, হ ভ বি ১।৩২

আশ্রয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-শ্রবণ-কীর্তনাদি পরায়ণ শ্রীবৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত শ্রীক্রমসন্দর্ভ ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে—"শাব্দে ব্রহ্মণি—বেদে তাৎপর্যবিচারেণ, পরে ব্রহ্মণি—ভগবদাদি-রূপাবির্ভাবে স্বপরোক্ষানুভবেন, নিষ্ণাতম্—তথৈব তত্র তত্র নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। যথোক্তং পুরঞ্জনোপাখ্যানোপসংহারে শ্রীনারদেন (ভা ৪।২৯।৫২) 'স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি। ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ।' ইতি।"[২৩]

শ্রীগুরুদেব শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদে, বেদের তাৎপর্য-বিচারের দ্বারা পরব্রহ্মে অর্থাৎ ভগবৎ-পরমাত্ম-ব্রহ্মরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের তত্তৎ আবির্ভাবে অপরোক্ষানুভব-প্রভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত। যথা পুরঞ্জন উপাখ্যানের উপসংহারে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,[২৪]—যে ভগবানের ভজন হইতে জীবাত্মার ভয়ের লেশমাত্রও নাই অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগলাভে যে ভয় আছে, সেরূপ ভয়ের বিন্দুমাত্রও ভগবদ্ভজনে নাই ; যেহেতু, ভগবান্‌ই সর্বজীবের প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ইহা যিনি জানেন, তিনিই বিদ্বান্, তিনিই গুরু। এইরূপ শ্রবণগুরুই জীবের আশ্রয়ণীয় এবং এইরূপ প্রিয়তম হরিই জীবের উপাস্য।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন,—"শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদতাৎপর্যজ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্। অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভব-সমর্থম্, অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। **পর-ব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ—উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতম্**"।[২৫]

শ্রীগুরুদেব শব্দব্রহ্মবেদে ও বেদের তাৎপর্যজ্ঞাপক অন্যান্য শাস্ত্রেও নিপুণ হইবেন, নতুবা তিনি শিষ্যের সংশয়সমূহ ছেদন করিতে পারিবেন না। সংশয়-

২৩ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১১।৩।২১ ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২০২ ; ২৪ ভা ৪।২৯।৫২ ও সারার্থদর্শিনী টীকা ; ২৫ সারার্থদর্শিনী ১১।৩।২১।

ছেদনাভাবে ও তজ্জনিত বিষাদে কাহারও (শিষ্যের) শ্রদ্ধার শিথিলতাও ঘটিতে পারে। আর গুরুদেব **পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ অপরোক্ষানুভবীও** হইবেন। তাহা না হইলে তাঁহার কৃপা সম্যক্ ফলবতী হইবে না। **পরব্রহ্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত মহাপুরুষের লক্ষণ এই যে তিনি ক্রোধলোভাদির অবশীভূত।**

শ্রীচক্রবর্তিপাদ শ্রীভক্তি-সার-প্রদর্শিনীতেও বলিয়াছেন—"শাব্দে—ভক্তিশাস্ত্রে, পরে ব্রহ্মণি—ভগবদ্‌বিষয়ক-শ্রবণ-কীর্তনাদৌ নিষ্ণাতং পারং গতম্"।[২৬] **'শব্দব্রহ্ম'** বলিতে ভক্তিশাস্ত্রে আর **'পরব্রহ্ম'** বলিতে ভগবদ্‌বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তনাদিতে পারঙ্গত।

স্বয়ং শ্রীভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।"[২৭] শ্রীদিগ্‌দর্শিনী—"মাম্ অভিতো ভক্ত-বাৎসল্যাদি-মাহাত্ম্যানুভব-পূর্বকং জানাতীতি তথা তম্; অতএব ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তং বহু-ব্রীহৌ কঃ"।[২৮] যিনি আমাকে সর্বতোভাবে অর্থাৎ আমার ভক্তবাৎসল্যাদি-মাহাত্ম্য অনুভবপূর্বক বিদিত আছেন, অতএব আমাতেই যাঁহার চিত্ত সংলগ্ন রহিয়াছে, সেইরূপ মন্নিষ্ঠাযুক্ত গুরুদেবকে ভজনা করিবে।

শ্রীজীবপাদ শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে 'সরাগ' ও 'নীরাগ' দুইপ্রকার উপদেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন। 'সরাগ' বক্তা হইতেছে লোলুপ কামী; তাহার উপদেশ হৃদয় স্পর্শ করে না। সেইরূপ বক্তা পরোপদেশেই পণ্ডিত কিন্তু সেই সকল উপদেশ নিজের জীবনে পরীক্ষা করেন নাই। অতএব অপরীক্ষিত মৌখিক উপদেশ লোকের অমঙ্গলের কারণই হয়। অপর পক্ষে—"কুলং শীলমথাচারমবিচার্য পরং গুরুম্। ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সার-সাগরম্"॥—কুল, শীল, আচার ইত্যাদি বিচার না করিয়া যিনি পরম মঙ্গলের কথা শ্রবণাদির জন্য ইচ্ছুক, তিনি সমস্ত-শাস্ত্রসার ও রসানুভবের আশ্রয়রূপী শ্রেষ্ঠ শ্রবণ-গুরুরই ভজনা করিবেন। সেইরূপ উপদেষ্টা যে শাস্ত্রসারগ্রাহী ও রসানুভবী তাহা কিরূপে শ্রবণার্থী জানিতে পারিবেন?

২৬ ভ র সি চক্রবর্তিপাদকৃত টীকা ১।২।৯৭। ২৭ ভা ১১।১০।৫।
২৮ ঐ দিগ্‌দর্শিনী হ ভ বি ১।৩৩

তদুত্তরে ব্রহ্মবৈবর্তে উক্ত হইয়াছে—'কাম-ক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥' কামক্রোধাদিযুক্ত, শোকগ্রস্ত, বিষাদযুক্ত শ্রোতাও যাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে উজ্জীবিত হয়েন, তিনিই শ্রেষ্ঠ শ্রবণগুরু।[২৯]

এইরূপ শ্রবণগুরুর অভাবে কেহ কেহ (বিচারপ্রধানমার্গীয় ব্যক্তিগণ) বিভিন্ন যুক্তির বৈশিষ্ট্য জানিবার ইচ্ছায় বহু শ্রবণগুরুরও আশ্রয় করেন—'ন হ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্'[৩০],—**বিচারপ্রধানমার্গে** জ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য বহু শিক্ষাগুরু স্বীকৃত হয়, কারণ বিচার-প্রধান-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক গুরু হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান সুপ্রচুর ও সুস্থির হয় না। শ্রীগীতায় বিচার-প্রধানমার্গীয় জ্ঞান-লাভেচ্ছুগণের জন্য একাধিক তত্ত্বদর্শিগুরুর প্রতি প্রণতি, পরিপ্রশ্ন ও পরিচর্যার কথা উক্ত হইয়াছে—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং **জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ**'॥[৩১] শ্বেতকেতু-ভৃগু-প্রমুখ আদর্শস্থানীয় শিষ্যবর্গ বহু গুরু করেন নাই।[৩২]

শাস্ত্রে সর্বত্রই যোগ্য গুরুর পদাশ্রয়ের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে—'যোগ্যো গুরুঃ কর্ত্তব্যঃ'।[৩৩] শ্রীক্রমদীপিকায় উক্ত হইয়াছে—

বিপ্রং প্রধ্বস্ত-কাম-প্রভৃতি-রিপুঘটং নির্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পঙ্কেরুহযুগল-রজোরাগিণীমুদ্বহন্তম্।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগম-বিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণ-তনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত॥[৩৪]

যিনি সংসার-দুঃখ উত্তরণাদির উপায়-স্বরূপ মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা করেন, তিনি বিনীতদেহ ও নম্রমনা, শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে রাগাত্মিকা উত্তমা ভক্তি বহনকারী

২৯ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২০৩ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বাক্য; ৩০ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।৩১; ৩১ গীতা ৪।৩৪; ৩২ সারার্থদর্শিনী ১১।৯।৩১; ৩৩ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১১।৯।৩১; ৩৪ হ ভ বি ১।৩৪ সংখ্যাধৃত ক্রমদীপিকা ৪।২ বাক্য।

হইয়া কামাদি-রিপুকুলজয়ী, ব্যাধি-রহিত, বেদশাস্ত্র ও আগমসমূহের বিমলপথজ্ঞ, সাধুগণের সম্মত, জিতেন্দ্রিয়, বিপ্র-গুরুর সম্যক্ আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণে-শরণাগতি ও শ্রীগুরুসেবার আবশ্যকতা

শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি দ্বারাই ত' সর্বার্থসিদ্ধি হয়, ইহা শ্রীগীতার শ্রীভগবদুক্তি হইতে জানা যায়। তাহা হইলে আর শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজন কি? এই সংশয়ের উত্তরে শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলেন,—যদিও শ্রীভগবানে শরণাগতি-দ্বারাই সর্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি যিনি পরতত্ত্বের সহিত দাস্যসখ্যাদি-সম্বন্ধ-বিশেষের অনুভব করিতে ইচ্ছুক, তিনি যদি সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের উপদেষ্টা, অথবা ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুচরণের নিত্যই বিশেষভাবে সেবা করা কর্তব্য। কারণ, নিজে শত চেষ্টা করিয়াও যে-যে বহুরূপী অনর্থের প্রতিকার করা যায় না, সেই সকল অনর্থ অনায়াসেই শ্রীগুরুকৃপাতেই নিবৃত্ত হয় এবং শ্রীগুরুকৃপাই শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহ-লাভেরও মূল। শ্রীগুরু-কৃপাতেই যে সকল অনর্থের নাশ হয়, তাহা শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—হে রাজন্! সঙ্কল্প ত্যাগের দ্বারা কামকে জয় করিবে, কাম ত্যাগদ্বারা ক্রোধকে নিবৃত্ত করিবে, অর্থে অনর্থ দৃষ্টি দ্বারা লোভ জয় করিবে, তত্ত্ব-বিচার দ্বারা ভয়, আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বারা শোক-মোহ, মহাপুরুষ-সেবা দ্বারা দম্ভ, মৌন দ্বারা যোগের অন্তরায়-সমূহ, কামাদি-চেষ্টা-রাহিত্যের দ্বারা হিংসা, যে সকল প্রাণী হইতে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাদের প্রতি কৃপা দ্বারা দুঃখ, শ্রীভগবানে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি দ্বারা দৈব-দুঃখ, যোগবল দ্বারা আধ্যাত্মিক-দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবার দ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমের দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। কিন্তু মনুষ্য একমাত্র শ্রীগুরুচরণে ভক্তি দ্বারাই ঐসকল অনায়াসে জয় করিতে পারে।[৩৫]

৩৫ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭ অনুচ্ছেদ ও ভা ৭।১৫।২২-২৫—"বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততো ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্যাৎ; তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্ব-নানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্। পূর্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্ (ভা ৭।১৫।২২-২৫)।"

বামনকল্পে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতেও পাওয়া যায়,—'যিনি মন্ত্র তিনিই গুরু, আর যিনি গুরু তিনিই শ্রীহরি। সেই শ্রীগুরু যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, স্বয়ং শ্রীহরিই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন।' অন্যত্রও দৃষ্ট হয়,—'শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্বপ্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিতে যত্ন করিবে। এইজন্য নিত্যই শ্রীগুরুদেবকে সেবা করা কর্তব্য।' অন্যত্র শ্রীপরমেশ্বরের বাক্য এইরূপ—'প্রথমেই শ্রীগুরুকে পূজা করিয়া তৎপরে আমাকে অর্চন করিলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন; তাহা না হইলে অর্চন বিফলহয়।' অতএব শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে,—'যে ব্যক্তি জ্ঞানোপদেষ্টা বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুতুল্য বলিয়া জানেন এবং কায়-মনো-বাক্যে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করেন, সেই ব্যক্তিই শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈষ্ণব। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের একটি শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্বদা পূজনীয় হয়েন, আর যিনি সাক্ষাদ্ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?' শ্রীপদ্মপুরাণে দেবদ্যুতি-স্তুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—'আমার শ্রীহরিতে যেরূপ ভক্তি আছে, যদি তাহা অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবে অধিকতর ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যের প্রভাবে শ্রীহরি আমাকে দর্শন দান করুন।' অতএব শ্রীগুরু-সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা নাই।[৩৬]

আগমে পুরশ্চরণ-ফল-বর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি আছে—'যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা সংস্কৃত পারদের সংস্পর্শে তাম্র কাঞ্চন হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুর সন্নিধানে থাকিলে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম বিপ্রকে বলিয়া-ছিলেন—'হে সখে শ্রীদাম! আমি যদিও সর্ব-ভূতাত্মা, তথাপি শ্রীগুরুশুশ্রূষা-দ্বারা যেমন সন্তোষ লাভ করিয়া থাকি, মৎপূজা, মদ্দীক্ষা, মৎসমাধি, মন্নিষ্ঠার দ্বারাও সেইরূপ সন্তুষ্ট হই না।'[৩৭]

৩৬ ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭ অনুচ্ছেদধৃত বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্য, নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য, পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতি-স্তুতি।

৩৭ ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭ অনুচ্ছেদধৃত ভা ১০।৮০।৩৪ এবং শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।

অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষা, ভগবদর্চন, শ্রীভগবানে নিষ্ঠা প্রভৃতি হইতেও শ্রীগুরু-শুশ্রূষা-দ্বারা ভগবানের অধিক সন্তোষ হয়। যাঁহারা মনে করেন—'আমরা শ্রীগুরু-দেবের নিকট হইতে বৈষ্ণবী দীক্ষা বা মন্ত্ররূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া শ্রীভগবানের পূজা বা অর্চন করিবার অধিকার পাইলাম না, সুতরাং গুরুসেবায় (শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট ও তাঁহার পরমসুখকর শ্রীনামভজনাদিতে) সময় অতিবাহিত করিয়া লাভ কি ?',—তাঁহারা যেন শ্রীমদ্ভাগবতের এবং ভক্ত্যেক-রক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি আলোচনা করেন।

কোন কোন একান্ত নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতবর শ্রীমন্ত্রদীক্ষাদি দান না করিলেও ভগবন্নামভজনাদির উপদেশ করেন (যেমন সর্বগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু লক্ষেশ্বরের [লক্ষ-কৃষ্ণনামগ্রহণকারীর] গৃহে ভোজন করেন বলিয়াছিলেন)। সেই উপদেশের সেবা করিলেই যথার্থ ভগবদর্চন হয়।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার অত্যাবশ্যকতা ও ফলাতি-শয্য শ্রুতিস্তবের ব্যাখ্যায় এইরূপ বলিয়াছেন,[৩৮]—'যে ব্যক্তি আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি অকপট ভক্তিমান্, তিনিই বেদরহস্য জানেন।'[৩৯] শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন,—'হে শ্রেষ্ঠ! তুমি যে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিলাভ করিয়াছ, এই সদ্বুদ্ধি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। তার্কিক হইতে ভিন্ন অনুভবশীল শাস্ত্রদর্শী আচার্যের দ্বারাই প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হইলে সুজ্ঞানের যোগ্য হয়।'[৪০] শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবদুক্তিতে দৃষ্ট হয়,—'যাহা সর্ববাঞ্ছিত ফলের মূল, কোটি কোটি উদ্যমের দ্বারাও যাহা লাভ করা যায় না অথচ কোন ভাগ্যবশতঃ যাহা পাওয়া গিয়াছে; পটুতর গুরু-কর্ণধার-যুক্ত এবং মৎস্বরূপের অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত সেই মনুষ্যদেহরূপ নৌকাদ্বারা যে ব্যক্তি ভবসাগর উত্তীর্ণ না হয়, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী; অর্থাৎ ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগপূর্ণ সুদুর্লভ নরতনু লাভ করিয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে ও শ্রীভগবৎ-কৃপায় সংসার-

৩৮ ভা ১০।৮৭।৩৩ ভাবার্থদীপিকা ; ৩৯ ছান্দোগ্য ৬।১৪।২ ; ৪০ কঠ ১।২।৯

সমুদ্র উত্তীর্ণ না হইলে আর রক্ষা নাই।'[৪১] 'প্রাকৃত তথা সংস্কৃত গদ্য-পদ্যাত্মক অক্ষর বা দেশজ ভাষা-প্রভৃতি দ্বারা যিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন, তিনি 'গুরু' নামে কথিত। শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত ভগবদ্ভজন-সুখানুভূতিতে কিন্তু স্বভাবতঃই মন নিশ্চল হয়, অন্যপ্রকারে হয় না, —ইহাই তাৎপর্য।'[৪২]

শ্রুতিগণও শ্রীগুরুপসত্তিবিষয়ে মুখর

শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতা শ্রুতিগণও প্রতিপাদন করিয়াছেন,—'যাঁহারা শ্রীগুরু-দেবের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া অতিচঞ্চল অনমিত মনোরূপ অশ্বকে বিজিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-সমূহের দ্বারা ভগবানে উন্মুখ করিতে যত্ন করে, তাহারা সেই সকল উপায় দ্বারা কেবল খেদই প্রাপ্ত হয়, এবং শত শত অনর্থগ্রস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা এই সংসারেই থাকিয়া যায়। হে অজ! যে-সকল নাবিক কর্ণধারকে স্বীকার না করিয়া নৌকাযোগে সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে, তাহারা যেরূপ অসংখ্য বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, শ্রীগুরুচরণের আশ্রয়হীন ব্যক্তিরও তাহাই হইয়া থাকে।' শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত ভগবদ্ভজন-পদ্ধতি অনুসরণে ভগবদ্ধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান উদিত হইলে ভগবৎকৃপায় অনর্থসমূহের দ্বারা অভিভূত না হইয়া শীঘ্রই মন নিশ্চল হইয়া থাকে,—ইহাই তাৎপর্য। এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—'গুরুভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের কথা স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণ হইতে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। বিজ্ঞগণ শ্রীগুরুদেবেরই সেবা করেন।' 'আমিই কি কম বুঝি' এই প্রকার অহঙ্কারী জীব শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াও লাভ করিতে পারে না।[৪৩]

সমগ্র শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র সমস্বরে গুরুপসত্তির কথা কীর্তন করিয়াছেন।

৪১ ভা ১১।২০।১৭ ; ৪২ ভাবার্থ-দীপিকা ১০।৮৭।৩৩—'প্রাকৃতৈঃ সংস্কৃতৈশ্চৈব গদ্যপদ্যাক্ষরৈস্তথা। দেশভাষাদিভিঃ শিষ্যং বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥ গুরুণোপদর্শিত-ভগবদ্ভজনসুখানুভূতৌ তু সত্যাং এব মনো নিশ্চলং ভবতি নান্যথেতি ভাবঃ।' ৪৩ ভক্তিসন্দর্ভ ২০৯ অনুচ্ছেদ

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছেন,—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স **গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ** সমিৎপাণিঃ **শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্**।"[৪৪]

অকৃত অর্থাৎ যাহা কর্মের দ্বারা কৃত নহে, সেই স্বয়ংপ্রকাশ নিত্য পরতত্ত্ব বস্তুকে কৃত অর্থাৎ কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না। কর্মদ্বারা নিষ্পাদিত লোক-সমূহকে অনিত্যরূপে নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণ নির্বেদ লাভ করিবেন। সেই পরতত্ত্ব বস্তুকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য (অনুভব করিবার জন্য) সেই নির্বেদপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ হস্তে যজ্ঞকাষ্ঠ (ভগবৎসেবার উপায়ন) লইয়া শ্রুতিশাস্ত্র-পারঙ্গত ও পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটই অভিগমন করিবেন।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥[৪৫]

যথা-শাস্ত্র সমুপাগত প্রশান্তচিত্ত সংযতেন্দ্রিয় সেই শিষ্যকে গুরুদেব সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বতঃ বলিবেন, যে বিদ্যা দ্বারা সত্য ও অক্ষর পুরুষকে জানা যায়।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিতেছেন,—"আচার্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি।"[৪৬] আচার্য হইতে বিদ্যা বিদিত হইলেই তাহা সর্ব-শ্রেষ্ঠ কল্যাণ প্রাপ্ত করায়।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥[৪৭]

যাঁহার শ্রীহরিদেবে উত্তমা ভক্তি আছে, এবং শ্রীহরিদেবের প্রতি যেরূপ শ্রীগুরুদেবের প্রতিও সেইরূপ পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই শ্রুতি-কথিত রহস্যসমূহ প্রকাশিত হয়।

---

৪৪ মুণ্ডক ১।২।১২; ৪৫ মুণ্ডক ১।২।১৩; ৪৬ ছান্দোগ্য ৪।৯।৩; ৪৭ শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

শ্রীমন্ত্রগুরু ও দীক্ষা

শ্রীমন্ত্রগুরুর আবশ্যকতা

যখন শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুর অপরিহার্য আবশ্যকতা বাস্তবক্ষেত্রে ও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তখন শ্রীমন্ত্রগুরুদেবের আবশ্যকতা অবধারিত—'অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব'।[১] শ্রবণগুরুদেব যেরূপ স্বীয় আচরণে ও বাণীতে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করাইয়া অনাদিবহির্মুখ জীবের হৃদয়ে ভগবৎ-সাম্মুখ্য-বিষয়ক জ্ঞানসঞ্চার করেন, তদ্রূপ শ্রীমন্ত্রগুরুদেব মন্ত্রদীক্ষা দ্বারা শিষ্যকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীমন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞান এবং শ্রীভগবানের সহিত দাস্যসখ্যাদি নিত্য সম্বন্ধবিশেষ সম্পাদন করেন।[২] গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত লৌকিক মন্ত্রসমূহেরই যখন অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন শ্রীভগবান্ ও শ্রীনারদাদি ঋষি কর্তৃক আহিতশক্তি ভগবন্নামাত্মক শরণাগতিবাচক মন্ত্রের বীর্য যে অমোঘ ও অচিন্ত্য তাহা বলাই বাহুল্য। কর্মিসম্প্রদায়ও মন্ত্রের শক্তি স্বীকার করেন। যথা পিঙ্গলামতে—'মননাৎ বিশ্ব-বিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার-বন্ধনাৎ। যতঃ করোতি সংসিদ্ধ্যৈ মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে॥'[৩] যেহেতু সম্যক্ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহার মনন হইতে সর্ববিজ্ঞান লাভ এবং সংসারবন্ধন হইতে ত্রাণ হয়, সেই হেতু ইহাকে 'মন্ত্র' বলা হয়।

একজনই শ্রীমন্ত্রগুরু

শ্রীমন্ত্রদীক্ষা-দাতা শ্রীগুরুদেব একজনই হয়েন, শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুর ন্যায় একাধিক হয়েন না। "মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এবেত্যাহ (ভা ১১।৩।৪৮)—'লব্ধানুগ্রহ

---

১ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২১০ অনু; ২ ঐ ২৮৩ অনু; ৩ মঃ মঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্যকৃত দীক্ষাতত্ত্ব-ধৃত প্রমাণ।